**ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীকে**

**‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গভবন, ২০ ফাল্গুন ১৪১৯, ০৪ মার্চ ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান,

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জী,

শ্রদ্ধেয় শ্রীমতি শুভ্রা মুখার্জী,

এবং সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা।

বসন্তের এই মনোরম সন্ধ্যায় আমি ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জী এবং শ্রীমতি শুভ্রা মুখার্জীকে স্বাগত জানাচ্ছি। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া সুশোভিত বসন্ত বাঙালির জীবনে একইসঙ্গে কোমলতা ও দ্রোহের আগুনে আপ্লুত করে। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ এই বসন্তেই দানা বেধেছিল।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অসমযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভারত সরকার ও জনগণ মানবিক সাহায্য দেওয়া ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারকে তারা রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক সমর্থন দিয়েছিলেন।

একই সঙ্গে পাকিস্তানের বন্দীশালায় আটক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য ভারত সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ভারতের এই সহায়তা-সমর্থন আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করেছিল। ভারত সরকার এবং জনগণের আত্মত্যাগ, সাহায্য ও সহযোগিতা বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন মহলের বাধা উপেক্ষা করে শ্রী প্রণব মুখার্জী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান নেন। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

শ্রী প্রণব মুখার্জী বাংলাদেশের দুঃসময়ের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর সহযোগিতার কথা বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

আজকে বাংলাদেশের এই অকৃত্রিম বন্ধুকে ‘‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননায়'' ভূষিত করতে পেরে জাতি হিসেবে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।

সুধিবৃন্দ,

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের ভাগ্য একই সূতায় গাঁথা। এ অঞ্চলে শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান জোরদারকরণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল, নারী, শিশু ও অস্ত্রপাচার রোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তাহলেই এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হবে।

আমি আশা করি ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এ সফরের মধ্য দিয়ে দুই প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে বিদ্যমান মৈত্রীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। আমি ভারতের জনগণের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। সেই সাথে আজকের মহান অতিথি বাংলাদেশের প্রিয়বন্ধু শ্রী প্রণব মুখার্জীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি।

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান, আজকের মহান অতিথি শ্রী প্রণব মুখার্জী, শ্রীমতি শুভ্রা মুখার্জী এবং সম্মানিত অতিথিবর্গকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।